শান্তিতেই পুনর্নির্বাচন আরামবাগ মহকুমার ৫টি বুথে

গ্রামের বদনাম হওয়ায় ক্ষোভ বাসিন্দাদের

আরামবাগের রাগপুরে পুলিশি টহল।

রাগপুরে পুনর্নির্বাচনে ভোট দিতে মহিলাদের লাইন।

অভিজিৎ মুখার্জী ● আরামবাগ

হুগলির আরামবাগ মহকুমায় বুধবার পঞ্চায়েত নির্বাচনের পুনরায় ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হল। ভোট পড়ে ৭১.৪ শতাংশ। এদিন আরামবাগ ব্লকের ৪টি বুথ ২০৮ নং সিয়াড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২১০ ও ২১১ নং রাগপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২১৭ নং হিয়াতপুর এম এস এম প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং পুরশুড়ার ১০৫নং চিলাডাঙ্গী উত্তরপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোটগ্রহণ হয়। ২০৮ নং বুথে ভোটার সংখ্যা ৮১২জন। ২১০ নং বুথে ভোটার সংখ্যা ৯০৩জন। ২১১ নং বুথে ভোটার সংখ্যা ৫৯৯জন। ২১০নং বুথে ভোটের সংখ্যা১২০০জন এবং পুরশুড়ার ১০৫নং বুথে ভোটার সংখ্যা ৯৪২জন। এই উপলক্ষ্যে এই পাঁচটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোথাও যাতে আর কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য নজরদারি করতে এইসব বুথে হাজির ছিলেন হুগলি এ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার কামনাশিস সেন, আরামবাগ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কৃশানু রায়, আরামবাগ থানার আই সি শান্তনু মিত্র। প্রতিটি বুথের সামনেই ছিল সশস্ত্র পুলিশ ও র‍্যাফ। এছাড়াও এদিন বুথ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন আরামবাগ মহকুমা শাসক ড. প্রীতি গোয়েল। এদিন প্রতিটি বুথের সামনেই ছিল ভোটারদের লম্বা লাইন। মহিলা ও পুরুষ সকলেই শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। বহিরাগতদের দাপাদাপি এদিন আর লক্ষ্য করা যায়নি। উল্লেখ্য, সোমবার এইসব বুথগুলিতেই অশান্তি হয়েছিল। রাগপুরের দুটি বুথ থেকেই ব্যালট বাক্স ছিনতাইয়ের অভিযোগ উঠেছিল। সিয়াড়ার বুথটিতে অশান্তির জেরে আধঘণ্টা ভোটপ্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। প্রতিটি বুথেই তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে নির্দল প্রার্থীর অনুগামীদের সংঘর্ষ বাধে। এমনকি প্রকাশ্যেই বোমাবাজি হয়। গুলিও চলে। রাস্তার উপর ফেলে দুষ্কৃতীদের মারধর করে গ্রামবাসীরাও। আর সেই সব দৃশ্য টিভির সামনে বসে প্রত্যক্ষ করেন সারা রাজ্য তথা দেশের মানুষ। আর এর জন্যই মন ভালো নেই আরামবাগের আরাধ্য ২নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এই সমস্ত গ্রামের বাসিন্দাদের। কারণ কয়েকজন বহিরাগত দুষ্কৃতীদের জন্য তাঁদের গ্রামের বদনাম হয়ে গেছে। যে গ্রামে কোনওদিন এতটুকু অশান্তি হয়নি, সেই গ্রামই এখন সংবাদের শিরোনামে। তবে তা ভালো কিছুর জন্য নয়। গ্রামের গায়ে কালিলেপন হয়ে গেছে। তাই আবার এদিন পুনর্নির্বাচন হয়েছে। আর এখানেই আপত্তি তুলেছেন গ্রামের মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, গ্রামের মানুষের ভোটাধিকারে কেন হস্তক্ষেপ করবে বহিরাগতরা? কে কাকে ভোট দেবে, কে কাকে পছন্দ করবে সেটা প্রত্যেকেরই ব্যক্তিগত ব্যাপার। আর সেই ব্যক্তিগত মতাধিকার কেড়ে নেওয়া কখনই উচিত হয়নি বলে তাঁরা এদিন জোর গলায় বলেন। হিয়াতপুর গ্রামের বাসিন্দা হোসেনারা বেগম, মফিজা বেগমরা জানালেন, আসলে সিপিএম আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তৃণমূলে ঢুকে নির্বাচনে দাঁড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু তৃণমূল তাদের টিকিট না দেওয়ায় তাঁরা নির্দল হিসাবে এবারে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে। আর তাদেরকে পিছন থেকে তৃণমূলেরই একটা অংশ নিজস্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইন্ধন জোগাচ্ছে। তাঁরা জানান, আগের দিন তাঁদের অনেকেই ভোট দিতে না পেরে ফিরে গেছেন। এমনকি নির্দল অনুগামীদের হাতে অনেককেই মার খেতে হয়েছে। এলাকার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গেছে। দেড় মাস ধরে গ্রামে চলছে চরম অরাজকতা। তাঁদের অনেকেই ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন। পুলিশ প্রশাসন বুধবার কড়া ব্যবস্থা নেওয়ায় অনেকেই ভোট দিতে পেরেছেন। আর এটা যদি সোমবার হত তাহলে আরও অনেকে ভোট দিতে পারতেন। এই গ্রামের আর এক বাসিন্দা আবু তাহের জানালেন, আগের দিন সকাল সকাল ভোট দিয়ে ছিলাম। ফলে কোনও অসুবিধা হয়নি। কিন্তু পরে শুনলাম গণ্ডগোল হয়েছে। আবার ভোট হবে। তাই এদিন আবার ভোট দিতে এসেছি। সেখ মঞ্জুর আলি জানালেন, আগের দিন পরিবারের তিনজন ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু গোলমাল বেঁধে যাওয়ায় দুজন দিতে পারেননি। তবে এদিন সবাই শান্তিতে ভোট দিতে পেরেছেন। রাগপুর গ্রামের বাসিন্দা শ্রীকান্ত প্রামানিক জানালেন, সেদিন সকালে সপরিবারে সকলেই ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপর শুরু হয় বোমাবাজি। সারাদিন তো বটেই। পরের দিন ভোর পর্যন্ত বোমার আওয়াজ শোনা গিয়েছিল। কাজল প্রামানিকের অবশ্য সেদিন ভোট দেওয়ার সৌভাগ্য হয়নি। তিনি জানালেন, ভোট দিতে যাওয়ার আগেই এলাকা অশান্ত হয়ে ওঠে। পুরো এলাকা চলে যায় বহিরাগত দুষ্কৃতীদের দখলে। প্রাণ বাঁচাতে তখন সাধারণ মানুষ ছুটে পালাতে বাস্ত। যদিও পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। সিয়ারা গ্রামের দীননাথ পোড়েল জানালেন, প্রয়োজনীয় সংখ্যক পুলিশ না থাকায় সেদিন গণ্ডগোল বেঁধেছিল। এমনকি বুথ থেকে এজেন্টদের মারধর করেও বের করে দেওয়া হয়। যদিও ওই গ্রামেরই বাসিন্দা মিঠু সাঁতরা জানালেন, তিনিও সেদিন গণ্ডগোল টের পাননি। তবে এইসব গ্রামের বাসিন্দাদের বক্তব্য, দুদিন ধরে ভোট কখনই গণতন্ত্রের পক্ষে কাম্য নয়। যদি প্রথম দিনেই শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হত তাহলে খুব ভালো হত। এতে গ্রামের সুনাম বজায় থাকত।

তারকেশ্বরে আজ ১২৯ জনের ভাগ্য নির্ধারণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ আজ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের ফল ঘোষণা। সকাল থেকেই টিভির দিকে চোখ রাজ্যের মানুষের। সোমবার বেশ কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। কয়েকটি জায়গায় বুধবার হয় পুনর্নির্বাচন। আর তারপরেই প্রার্থীদের ভাগ্য ব্যালট বাক্সের মধ্যে ভরে স্ট্রং রুমে রাখা হয় কড়া পাহারায়। হুগলির তারকেশ্বর গার্লস স্কুলেও করা হয়েছে স্ট্রং রুম। আজ সকাল থেকে এখানেই শুরু হচ্ছে ভোট গণনা। তার জেরে মঙ্গল ও বুধবার ধরে চলে চূড়ান্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা। এই ব্লকে ১০টি পঞ্চায়েত রয়েছে। তার মধ্যে আস্তাড়া-দত্তপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ এখানে শাসকদল ছাড়া অন্য কেউ প্রার্থী দেয়নি। তাই ৯টি পঞ্চায়েতের ভাগ্য নির্ধারিত হবে এই গণনাকেন্দ্র থেকেই। তারকেশ্বরে গ্রাম সভার মোট আসন সংখ্যা ১৪৪। তার মধ্যে নির্বাচন হয়েছে ১১০টি আসনে। সমিতিতে মোট আসন ২৯টি। এর মধ্যে ভোট হয়েছে ১৮টি আসনে। অন্যদিকে জেলা পরিষদের আসন সংখ্যা ৩টি। এখানেও দুটিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে শাসক দল তৃণমূলের প্রার্থীরা। ভোট হয়েছে একটি আসনে। অর্থাৎ আজ এই ভোটগণনা কেন্দ্রে ১২৯জন প্রার্থীর ভাগ্য নির্ধারিত হবে। আর তাই সোমবার ভোট শেষ হওয়ার পর থেকেই এখানকার স্ট্রংরুমে কড়া পুলিশ পাহারায় ব্যালট বাক্সগুলি রাখা আছে। স্ট্রংরুমের বিভিন্ন দিকে লাগানো হয়েছে সি সি টিভি ক্যামেরা। গণনার সময় যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য এজেন্ট ও প্রার্থীদের যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কোন্নগরে ফলহারিনী কালীপুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোন্নগর ঃ আমাদের দেশে বহু প্রাচীন কাল থেকেই শক্তিরূপে নারী পূজিতা হয়ে আসছেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সময়ে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী পুজো হয়ে থাকে। অন্যায়ের প্রতীক আসুরিক শক্তির বিনাশের জন্য দেবী শক্তি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রূপে আবির্ভূতা হয়েছেন। কিন্তু মনুষ্য জন্মে কোনও নারীকে তাঁর স্বামীকে দেবীরূপে পুজো করেছেন এমন ঘটনা সচরাচর পাওয়া যায় না। যা ফলহারিনী কালীপুজো নামে খ্যাত। পরবর্তীকালে এই পুজো রাজ্যের অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। বহু জায়গায় কোথাও বাড়িতে ব্যক্তিগত উদ্যোগে, আবার সার্বজনীন পুজো হিসাবেও এই পুজো হয়ে থাকে। হুগলির কোন্নগরের শাক্তীনগরের বাসিন্দা জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তী দক্ষিণেশ্বরের পুরোহিত স্বর্গীয় হারু চক্রবর্তীর অনুপ্রেরণায় ২০০০ সালে এই কালীপুজো শুরু করেন। বর্তমানে এই পুজো ১৮ বছরে পা দিয়েছে। স্বর্গীয় জ্ঞানরঞ্জন চক্রবর্তীর পুত্র পুলক চক্রবর্তী জানান, দক্ষিণেশ্বরের দক্ষিণাকালীর মুখের আদলে এই প্রতিমার মুখ। অমাবস্যা তিথিতে এই পুজো হয়। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট। মায়ের পরনে থাকে বেনারসি, মুকুট, টাইরা, টিকলি, গলায় হার, নাকে নথ ইত্যাদি। সবরকম ফল পরমান্ন, খিচুরি, পাঁচরকম ভাজা ও মাছ মায়ের ভোগ হিসাবে রান্না করা হয়।

ভদ্রেশ্বরে হনুমান মন্দিরে চুরি

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বর ঃ দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় এলাকার মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। সন্ধ্যা নামার পরই এই এলাকায় সমাজ বিরোধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায় বলে অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী। এই হনুমান মন্দিরের কাছেই ২০১৭য় ভদ্রেশ্বর পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান মনোজ উপাধ্যায় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয়েছিলেন। এলাকার মানুষের অভিযোগ, তারপরও পুলিশ প্রশাসন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে উদাসীন। তাঁদের দাবি, ভদ্রেশ্বর থানার পুলিশ যদি নিয়ম করে রাতে এলাকায় টহলদারি চালাত তবে এধরনের ঘটনা কখনোই ঘটত না।

ডানকুনিতে কলসিযাত্রায় গঙ্গাপুজোর সূচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ডানকুনি ঃ ১লা জ্যৈষ্ঠের পুণ্যলগ্নে হুগলির ডানকুনির বন্দেরবিল এলাকায় শুরু হল সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ভাগবত পাঠ। প্রত্যেক বছর সাতদিন ধরে এখানে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। সাতদিনের এই ধর্মীয় আচারে লক্ষাধিক মানুষের ভিড় জমে। সপ্তাহব্যাপী বিভিন্ন দেবদেবীর পুজানুষ্ঠানের এদিন শুভ সূচনা হয় গঙ্গাপুজোর মধ্যে দিয়ে। সকালে এলাকার কয়েকশ মহিলা কলসি মাথায় নিয়ে প্রায় ১০ কিমি হেঁটে উত্তরপাড়ায় গঙ্গার ঘাটে উপস্থিত হয়। সুদৃশ্য এই কলসযাত্রা দেখতে রাস্তার দুধারে বহু মানুষ ভিড় জমান। উত্তরপাড়ায় গঙ্গারঘাটে গিয়ে মহাসমারোহে চলে গঙ্গাপুজো। মা গঙ্গাকে পুজো দেওয়ার পর ভগবতজীকে পুজো করা হয়। এরপর সকলে পুনরায় কলসযাত্রা সহকারে বন্দেরবিলের মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হন। সাতদিন ব্যাপী সেখানে সূর্যদেবতা, নবগ্রহ, বরুণ প্রভৃতি দেবদেবীর পুজোপাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এবিষয়ে পুজো কমিটির পক্ষে সভীশ পান্ডে বলেন, ভগবতজী বলেছিলেন, যাত্রার মাধ্যমেই পুজোস্থলে পৌঁছে সবার প্রথম মা গঙ্গার আরাধনা করতে হয়। সেই রীতি মেনে আমরা বিগত ৩ বছর ধরে এভাবেই পুজোর সূচনা করে আসছি। অন্যদিকে এদিন কলসিযাত্রা প্রসঙ্গে সারভোন পান্ডে ও জুয়ালি সিং বলেন, আমরা এই নিয়ে তিন বছর ধরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করছি। ১০৮জন মহিলা একসঙ্গে কলসিযাত্রায় সামিল হন। ডানকুনির বন্দেরবিল জামতলা থেকে উত্তরপাড়ার গঙ্গার ঘাটে কলসিতে জল ভরে সেখান থেকে হিমনগর মন্দির হয়ে বন্দেরবিল জামতলায় শেষ হয়। এরপরেই চলে পুজো পাঠের মধ্যে দিয়ে বিশেষ ভক্তি সংগীতের অনুষ্ঠান। এছাড়াও এখানে সাতদিন ধরে চলবে বিশেষ ভক্তি কথা ও হোমযজ্ঞ।

উত্তরপাড়ায় ছন্দ ও তালের কোলাজ

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তরপাড়া ঃ হুগলির উত্তরপাড়ার গণভবনে হয়ে গেল এক বিরাট ছন্দ ও তালের কোলাজ। পল্লব বিষ্ণুর কবিতার ছন্দের সাথে মেঘনাদের নৃত্যের কোলাজ এই অনুষ্ঠানে এক নতুন ধরনের প্রয়োগ করা হয়। ফেস্টিভ্যাল অফ কালচারাল ২০১৮ মাধ্যমে মাখলা ক্রিয়েশন এণ্ড যুথিকা কালচারাল একাডেমির কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত লোকের মনকে জুড়িয়ে রাখে। উত্তরপাড়া-কোতরং পৌরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন ভোলানাথ মুখার্জী, বিশ্বনাথ দে, আলোক চট্টোপাধ্যায়, প্রমোদ চক্রবর্তী, রূপালী বিশ্বাস, গৌসাইচন্দ্র দাস প্রমুখ। ওডিসি নৃত্য পরিবেশন করেন বৃষ্টি ব্যানার্জী, ভারতনাট্যম শতভিষা ব্যানার্জী, লোকনৃত্য পুথা বিষ্ণু, কথা বিষ্ণু সাথে মেঘনা দে ও রবীন্দ্র নৃত্য পৌষালী ঘোষ। কবিতা প্রস্তুত করেন অর্পণ মণ্ডল, সৌপ্তিক ঘোষ, মায়ষ পাসবান, মোহানা দে, উমাঙ্গ চিরানিয়া, সুস্মিতা দাস, শুভাম্বিতা চক্রবর্তী, নবজিত সাহা, অর্ণব ও অয়ন চক্রবর্তী, পাপিয়া দে ও সুমনা ভট্টাচার্য প্রমুখ। শ্রুতিনাটক 'কর্ণ-কুন্তী সংবাদ' পরিবেশন করেন সিঞ্জিনী ভট্টাচার্য ও পল্লব বিষ্ণু।

তারকেশ্বরে পথদুর্ঘটনায় মৃত ভ্যান চালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বর ঃ পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত সাহাপুর এলাকায়। মৃতের নাম শঙ্কর রায় (৪২)। বাড়ি সাহাপুর সুকান্তপল্লী এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে পেশায় ভ্যানচালক শঙ্করবাবু কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে একটি মোটরবাইক তাঁকে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন তিনি। আহত অবস্থায় শঙ্করবাবুকে স্থানীয় মানুষ তারকেশ্বর গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। বুধবার তারকেশ্বর থানার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শ্রীরামপুর ওয়ালস হাসপাতালে পাঠায়। ঘাতক বাইকটিকে আটক করেছে পুলিশ।

পুরানো দিনের ফুটবলারদের বৈঠকী আড্ডা, স্মৃতিচারণ

সঞ্জীব ঘোষ ● গোঘাট

বাঙালির সেরা খেলা ফুটবল। কিন্তু সেই ফুটবলই এখন গ্রামবাংলার মাঠ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক বাস্তুতা মানুষের জীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে বিকালগুলি। ফলে খেলাধুলার সুযোগ ও সময় অনেকটাই কমে গেছে। যেটুকু সময় পাওয়া যায় তা সকলেই হাতে থাকা ইন্টারনেটযুক্ত মোবাইলেই ব্যয় করে থাকে। অথচ এক সময় বাংলার প্রতি পাড়ায় পাড়ায় গড়ে উঠেছিল ফুটবল টিম। প্রতিদিন বিকালগুলোতে তো বটেই, দিনের অন্য সময়েও গ্রামের মাঠে ফুটবল নিয়ে চলত দাপাদাপি। হুগলি জেলার গোঘাটের বিভিন্ন গ্রামেও এধরনের অসংখ্য ফুটবল টিম ছিল। এমনই একটি ফুটবল টিম হল কামারপুকুরের রামকৃষ্ণ-সারদা ক্লাব। এটা নামে ক্লাব হলেও আসলে এটি ছিল কেবলমাত্র একটি ফুটবল দলের নাম। বিভিন্ন জায়গা থেকে খেলোয়াড়রা এসে এই দলের হয়ে হুগলিসহ বাঁকুড়া, বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর ইত্যাদি বিভিন্ন জেলার ফুটবল মাঠে প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশগ্রহণ করতেন। আমন্ত্রিত খেলার ডাক এলেও ফিরিয়ে দেওয়া হত না। এই দলের হয়েই প্রায় ৪০ বছর দাপিয়ে ফুটবল খেলেছেন কামারপুকুরের পশ্চিম অমরপুরের বাসুদেব কাইতি।

তিনি পেশায় ছিলেন ব্যবসায়ী। ধান ভানাকুটোর ব্যবসা করতেন। পরে তিনি তা ছেড়ে দিয়ে কামারপুকুর নয়নতারা বালিকা বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাশ্রমে শিক্ষকতা করে চলেছেন। এখন বয়স ৬৫। কিন্তু ২০ বছর ধরে তিনি কেবল পড়িয়ে চলেছেন। কারণ অঙ্ক শেখাতে তাঁর খুব ভালো লাগে। তবে অঙ্কে নয়, তাঁর প্রিয় জিনিস ছিল ফুটবল। এখন বয়সের ভারে আর খেলা হয়ে ওঠে না। তাই বাড়িতে বসে পুরানো দিনের খেলার মাঠের স্মৃতি খুঁজে বেরান। আর ওই সব স্মৃতি হাতড়াতে হাতড়াতে তিনি একদিন ঠিক করে ফেলেন পুরানো সহখেলোয়াড়দের সঙ্গে মিলিত হবেন। তাঁর ভীষণ ইচ্ছা করে তাঁরা সব কেমন আছেন, কোথায় আছেন তা জানতে। বহুদিন তাঁদের সঙ্গে কোনও দেখা সাক্ষাৎ নেই। তাই তিনি ঠিক করলেন তাঁদেরকে খুঁজে বের করে একদিন চা-চক্রের আয়োজন করবেন। আর যেমন কথা তেমনই কাজ। মাথার পোকাগুলো যেন নড়ে ওঠে তাঁর। এই কাজকে সফল করতেই হবে। তাই তিনি প্রতিদিন সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পুরানো সেই সহখেলোয়াড়দের খুঁজে বের করতে। এখন তাঁদের বয়স কারও ৯০, কারও ৮০। যাঁরা তখন অল্পবয়সী ছিল তাঁদের বয়স হয়ত ৫০ কিম্বা ৬০। কেউ কেউ হয়তো বা বেঁচেও নেই। তবুও তিনি খুঁজতে খুঁজতে ৭০জনের ঠিকানা পেলেন। কোথাও এলাকায় গিয়ে নাম পরিচয় জিজ্ঞাসা করতে করতে তাঁর কাছে পৌঁছালেন। আবার কারও বা নাম মনে না থাকায় গ্রামের নাম ধরেই চেহারার বর্ণনা দিয়ে খুঁজে বের করলেন তাঁকে। এভাবেই পুরানো দিনের ফরওয়ার্ড থেকে গোলকিপার, লেফ্ট ব্যাক থেকে রাইট লিঙ্কম্যান অনেককেই খুঁজে পেলেন। আর তাঁদের সকলকেই আমন্ত্রণ জানালেন চা-চক্রে। একসময় তাঁরা সকলেই ফুটবল নিয়ে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন কামারপুকুর মেলাতলা মাঠে। আর তাই চা-চক্রের জায়গা হিসাবে শ্রীরামকৃষ্ণধন্য ওই মাঠকেই তাঁরা বেছে নেন। মঙ্গলবার বিকালে ওই মাঠে হাজির হলেন বাঁকুড়া থেকে সত্যেন মণ্ডল, বলাই নন্দী, পীরু মণ্ডল, নিরঞ্জন দে, বর্ধমান থেকে সিরাজ আলি, অনুপ ঘোষের মতো তৎকালীন সময়ের সেরা সেরা খেলোয়াড়রা। অনেকেই এখন যৌবনের কর্মক্ষমতা হারিয়েছেন। কিন্তু পুরানো দিনের মাঠের বন্ধুদের সঙ্গে আবার দেখা হবে তাই সকলেই এদিন ছুটে এসেছিলেন। এছাড়াও ছিলেন স্থানীয় মধুসূদন নন্দীর মতো পুরানো দিনের খেলোয়াড়রাও। গোঘাটের নকুণ্ডা গ্রামে ষষ্ঠীচরণ পান একসময় মাঠের পর মাঠ বিপক্ষের বুকে ত্রাসের কারণ ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি গ্রামে গ্রামে গিয়ে ফুটবলের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন। কিন্তু ২০০১ সালে দুর্ঘটনায় তাঁর একটি পা বাদ চলে যায়। এখন তিনি এক পায়ে ক্র্যাচ নিয়ে হেঁটে বেড়ান। কিন্তু এদিনের চা-চক্রের ডাক তিনিও এড়াতে পারেননি। তিনি জানালেন, ফুটবল ছিল আমাদের জীবন, ধ্যান,জ্ঞান, সাধনা। তাই সেদিনের সেই স্মৃতি আবার নতুন করে ঝালিয়ে নেওয়ার জন্য এদিন আমরা উপস্থিত হয়েছি। কোনও প্রতিবন্ধকতাই আমাকে বেঁধে রাখতে পারেনি। আমরা চাই গ্রামবাংলায় আবার ফুটবল ছড়িয়ে পড়ুক। একসময় চাকরির ফাঁকে ফাঁকে ফুটবল মাঠে ঝড় তুলেছিলেন বাঁকুড়ার কোয়ালপাড়ার দীপক পাল। বর্তমানে তাঁর বয়স ৫৫। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি অনেকটাই ভারাক্রান্ত। তিন বছর ধরে তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সারের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। তবুও এদিনের বৈঠকী আড্ডার কথা শুনে বাড়িতে বসে থাকতে পারেননি। পুরানো দিনের স্মৃতিগুলিকে ফিরে পাওয়ার আশায় তিনিও হাজির হয়েছিলেন। এদিনের অনুষ্ঠানে কোনও আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু আন্তরিকতার অভাব ছিল না এতটুকু। সবুজ ঘাসের গালিচার উপর শতরঞ্জিতে তাঁরা বসেছিলেন। বাইরে থেকে কোনও অতিথি নয়, বাসুদেববাবু নিজেই আগত ৭০জন পক্ষে বিপক্ষের খেলোয়াড়দের বরণ করে নেন। তারপর ছিল ঠান্ডা ও গরম পানীয়র ব্যবস্থা। এছাড়া ছিল রসগোল্লা, পান্তুয়া আর গরম সিঙ্গারা। খাওয়া-দাওয়া বড় কথা নয়। সকলের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে উঠেছিল প্রাণবন্ত। বহুদিন পর একসঙ্গে একঅপরকে কাছে পেয়ে অনেকেরই চোখে জল এসে গিয়েছিল। দেখামাত্র একে অপরকে বুকে টেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়েই তা পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছিল। সবশেষে সকলে মিলে চলল ফটোসেশন। কেউ বা এদিনের আড্ডা সেলফিতে ধরে রাখলেন। কিন্তু এই ছবি প্রতীকী মাত্র। মনের মধ্যে তাঁদের যে ছবি স্মৃতি হয়ে রয়েছে তা আরও বেশি উজ্জ্বল। বাসুদেববাবু এদিনের এই অনুষ্ঠান আয়োজন না করলে অনেকেই হয়তো টেরই পেতেন না। বাসুদেববাবু জানালেন, আমার এই উদ্যোগ সফল। আগামী দিনে আবারও আমরা একসাথে মিলিত হব। গ্রাম বাংলার ফুটবলকে কিভাবে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগ ঃ বাসুদেব নন্দ্য, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মিঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭

নিরোগ ডায়াগনস্টিক

●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি

Dr. Nischay R, M.D. D.M.

প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।